# MRIDUNGA MUNJOREE.



## A TREATISE ON MRIDUNGA.

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE

CALCUTTA.

PRINTED BY MOTHOORANATH TURKARUTNA AT THE PRACRITA PRESS.

No. 2. Holwell's Lane.

1873.

# ভূমিকা।

সঙ্গীতবিজ্ঞান-কল্পপাদপটী যৎকালে কেবল আর্য্যজাতির অ
রুদ্ধ থাকে, তখন ইহার ফললাভবিষয়েও সাধারণের পক্ষে বিলক্ষ
সদুপায় ছিল। নিস্পৃহ সরলস্বভাব আর্য্যজাতির আবহমান কুলপ্রথা
এই যে, ইঁহারা বিদ্যাদানে কস্মিন্ কালেও কার্পণ্য বা শঠতা প্রকা
করেন না। মঠস্থ অধ্যাপকগণই ইহার প্রচুর প্রমাণ, সঙ্গীতাচার্য্যগণ
ই চিরন্তনপ্রথার অধীন ছিলেন। পরে নানাকারণে উদ
আর্য্যজাতীয়বিদ্বন্মণ্ডলী ইহার অধ্যাপনায় পরাঙ্মুখ এবং অর্ধ
যবনজাতি তাঁহাদিগের পবিত্র আসন গ্রহণ পূর্ব্বক ওস্তাদ অর্থাৎ শি
পদবাচ্য হইলে, সঙ্গীতবিদ্যা সাধারণের দুষ্প্রাপ্য ও বিকৃতিভাব
হইয়া দীর্ঘকাল (যবনাধিকারকালহইতে ইতিপূর্ব্বপর্য্যন্ত)
ঘন্যভাবে প্রচলিত হইয়া আইসে। সঙ্গীতবিদ্যার এতাদৃশী দুর
র্শনে কাতরমতি সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ... পূজ্যপাদ শ্রী
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় যা...

স্তে কিরূপ বোল নির্গত হয় তদ্বিবরণ, তাহাদিগের লিখনপ্রণালী, নানাছন্দোনুগত মাত্রাকৌশলসম্পন্ন বহুতর প্রক্রমণিকাসম্বলিত-চৌতালাদি মৃদঙ্গে ব্যবহৃত অষ্টাদশ তাল এবং নানা সংস্কৃত গ্র হইতে বিবিধ প্রাচীন তালের নাম ও তাহাদিগের প্রাচীন ও ন মাত্রাসংখ্যা প্রভৃতি দ্বারা যথাসাধ্য পরিপুষ্ট করিতে ত্রুটি করিনাই। ক্ষণে সঙ্গীত কুতূহলী মহাত্মগণ ইহার প্রতি আদর প্রকাশ করিলে আমার যত্ন, পরিশ্রম এবং আয়াস সফল জ্ঞান করিব ইতি।

ন১২৮০সাল }
ই আশ্বিন }
ষ্টমী।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকু

# সূচীপত্র। III

3

# মৃদঙ্গমঞ্জরী।

## প্রবেশিকা।

সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্ত্তারা গীতপদ্ধতি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—কাণ্ঠিক ও যান্ত্রিক। সপ্তস্বর এবং অকারাদি বর্ণ সংযোগে মনুষ্য কণ্ঠে যে অনির্ব্বচনীয় সুশ্রাব্য ধ্বনি বিশেষ নিঃসারিত হয় তাহাকেই কণ্ঠগীত কহে এবং কেবল মাত্র সাতটী স্বর যথামাত্রানুযায়িক বীণাদিযন্ত্র হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রুতি সুখকর হইলে তাহাকেই যন্ত্র গীত বলা যায়। কথিত হইল যন্ত্র গীত যন্ত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে, যন্ত্র বহুবিধ যথা—বীণা, তাম্বুরা, মন্দিরা, বংশী, মৃদঙ্গ ইত্যাদি। এই সকল যন্ত্র আবার দুই ভাগে বিভক্ত যথা— স্বতঃসিদ্ধ এবং অনুগতসিদ্ধ। যে সকল যন্ত্র কণ্ঠ বা অন্য যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে যথানিয়মে বাদিত হয় তাহাকেই স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র কহে, যেমন বীণাদি। আর মৃদঙ্গ, মন্দিরা প্রভৃতি যন্ত্র, কণ্ঠ বা অন্য কোন স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া বাদিত হয়, সেই জন্য ঐ সকল যন্ত্রের নাম অনুগতসিদ্ধ। এই গ্রন্থে সেই অনুগতসিদ্ধ অতিপ্রাচীনতম যন্ত্র-প্রধান মৃদঙ্গের বিষয়ই লেখা আমাদের উদ্দেশ্য।

## মৃদঙ্গ।

পুরাণে কথিত আছে, সত্যযুগে দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় ত্রিপুরাসুরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ

করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ পরিবেষ্টিত ভাবে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যের আনুকুল্য জন্য ভগবান্ ব্রহ্মা মৃদঙ্গের প্রথম সৃষ্টি করেন (১) এবং গণাধিপ গজাননকে প্রথম উক্ত যন্ত্রে সমর বিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্য অনুমতি দেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি, যাহা অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

"মৃৎ, মৃণ্ময়ং অঙ্গং যস্য স মৃদঙ্গঃ" অর্থাৎ মৃত্তিকাময় অঙ্গ যাহার সেই মৃদঙ্গ। মৃত্তিকা দ্বারা এই যন্ত্র পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইত সেই জন্য ইহার নাম মৃদঙ্গ হইয়াছে (২)। প্রাচীন মৃণ্ময় মৃদঙ্গ সকল কতক অংশে অধুনাতন জঙ্গলীয় মর্দ্দল অথবা দেশীয় খোলের মত দেখিতে ছিল, (৩) এখন পর্য্যন্ত কেহ কেহ অধুনাতন খোলকে মৃদঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, ফলতঃ মৃদঙ্গ, মর্দ্দল এবং খোল এই তিন যন্ত্রই একজাতীয়। কালক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন মৃদঙ্গের নির্ম্মাণ কৌশল এবং অবয়ব সৌষ্ঠব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্গীত দর্পণ কর্ত্তা বলেন, মৃত্তিকা নির্ম্মিত এই যন্ত্র অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ অর্থাৎ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়, এই বিবেচনায় দ্বাপরযুগে কৃষ্ণলীলা সময়াবধি ইহা কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত

(১) পুরাণ বিশেষে কথিত আছে, ত্রিপুরাসুর বধের পর সেই রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল ভিজিয়া কর্দ্দম উৎপত্তি হয়। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন, এবং সেই অসুরের চর্ম্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শীরা নিচয়ে বেষ্টনী ও রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

(২) মৃত্তিকা নির্ম্মিত শ্চাপি মৃদঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ইতি সঙ্গীত রত্না-বল্যাং বাদ্যাধ্যায়ে।

(৩) অধুনাতন খোলকে সংস্কৃত ভাষায় মুরজ বলিয়া লিখিত আছে।

হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি মৃদঙ্গ নির্ম্মাণের উপাদানগত ভেদ হইতে লাগিল কিন্তু ইহার নামগত ভেদ কিছুই হইল না। দ্বাপর যুগ হইতে এই যন্ত্রকে মধুর মৃদঙ্গ বলিয়া ব্যবহার করা হইতেছে, যেহেতু কাষ্ঠনির্ম্মিত মৃদঙ্গের ধ্বনি মৃণ্ময় মৃদঙ্গের ধ্বনি অপেক্ষা অনেক মধুর। মধুর মৃদঙ্গ শব্দের প্রয়োগ আমাদের একটী গ্রাম্য কারিকাতেও সচরাচর শুনিতে পাওয়াযায় যথা—"শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে নাচত গোপাল"।

## নির্ম্মাণ প্রণালী।

খদির, রক্তচন্দন, গাম্ভার, পনস প্রভৃতি কাষ্ঠ দ্বারা অধুনাতন মৃদঙ্গ গঠিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে খদির-কাষ্ঠ নির্ম্মিত মৃদঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য কাষ্ঠের মৃদঙ্গ তত উৎকৃষ্ট হয় না, পরন্তু রক্ত-চন্দন কাষ্ঠের মৃদঙ্গ প্রস্তুত হইলে তাহার ধ্বনি অতীব গভীর এবং সুমধুর হয় (৪)। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত এবং যন্ত্র নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের দল দেড় অঙ্গুলী পরিমিত রাখিতে হয়।

(৪) মৃদঙ্গঃ খাদিরঃ শ্রেষ্ঠো হীনঃস্যা দন্য দারুজঃ। রক্ত চন্দনজোবাদ্যে গম্ভীর ধ্বনি কচ্চকৈঃ। সার্দ্ধহস্তপ্রমাণস্তু দৈর্ঘ মস্যাভিধীয়তে। তয়ো দশাঙ্গুলং বাম মথবা দ্বাদশাঙ্গুলং। দক্ষিণঞ্চ ভবেদ্ধীন মেকেনার্দ্ধাঙ্গুলেন বা। করণানদ্ধ বদনো মধ্যে চৈব পৃথুর্ভবেৎ। বধ্রানীয়ো ভবেদ্বস্তু শুষ্কচর্ম্ম করণং মতং। পাতয়েৎ খরলিং বাদ্যবাদনার্থং মৃদঙ্গকে। বিভূতি গৈরিকং ভক্তং কেন্দুকেনচ সংযুতং। যদ্বা চিপীটকৈ দেয়ং জীবনীসত্বমিশ্রিতং। সর্ব্বমেকত্র পিষ্টেস্তু লেপঃখরলিকচ্যতে। বামাস্যে পূরিকাং কৃত্বা লেপং দদ্যাচ্চ দক্ষিণে। এবং জলধরোদ্ধান গম্ভীরো ভবতি ধ্বনিঃ। অস্য সংযোগ মাত্রাদা সর্ব্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে। এতদঙ্গে বীজকাষ্ঠে দলমার্দ্ধাঙ্গুলং বিদুঃ। ইতি কোহলীয়ে।

মৃদঙ্গের বামদিকের মুখ ত্রয়োদশ অথবা দ্বাদশাঙ্গুল ব্যাসবিশিষ্ট ও দক্ষিণ দিকের মুখ বাম দিকের মুখ অপেক্ষা একাঙ্গুল অথবা অর্দ্ধাঙ্গুল ন্যূন, যন্ত্রের মধ্যদেশটী পৃথু অর্থাৎ স্থূল রাখা কর্ত্তব্য(৫)। ছয়মাস বয়স্ক যে ছাগবৎস তাহার চর্ম্মে ইহার উভয় মুখ আবরণ করিতে হয়, ঐ উভয় মুখস্থ গোলাকার চর্ম্ম দুই খানিকে আবরণী বা ছাউনি কহে। পূর্ব্বতন মৃদঙ্গ নির্ম্মাতারা ভস্ম, গেরিমাটী, অন্ন, কেন্দুক অর্থাৎ গাব, চিপীটক অর্থাৎ চিড়ে এই কয়েক বস্তু জীবনীরস অর্থাৎ জীয়লের আঠায় মিশ্রিত করিয়া উভয় মুখস্থ আবরণী দুই খানির ঠিক মধ্যস্থলে লেপ দিত, ঐ লেপটীর নাম খরলি অথবা এক্ষণে যাহাকে খিরণ বলিয়া ব্যবহার করে। অধুনা গেরিমাটী, চিপীটক, জীবনীরস না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্নের সহিত লৌহচূর্ণ, গাব ইত্যাদি কয়েকটী দ্রব্যের মিশ্রণে এক প্রকার পুরিকা অর্থাৎ কাই প্রস্তুত করত কেবল মাত্র দক্ষিণ মুখস্থ আবরণীতে খরলি ব্যবহার হইয়া থাকে। বাম মুখস্থ আবরণচর্ম্মেতে কিছু না দিয়া শুদ্ধ খালি রাখিয়া দেয়। বাদন কালে বাদক ইচ্ছাধীন গোধূমচূর্ণের অর্থাৎ ময়দার পুরিকা প্রলেপ উহাতে দিয়া লয়েন। মৃদঙ্গের দক্ষিণ মুখটী দক্ষিণা বা ডাহিনা এবং বাম আস্যটীকে বামা অথবা বাঁয়া বলা যায়। মৃদঙ্গ হইতেই খণ্ডমৃদঙ্গ বা তল-মৃদঙ্গের জন্ম, তল মৃদঙ্গকে যবনেরা অধুনাতন তব্‌লা (৬) এবং আনদ্ধ যন্ত্র-প্রধান মৃদঙ্গকে "পাখওয়াজ" বলিয়া ব্যবহার করে।

---

(৫) এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া দৈর্ঘ্যের পরিমাণানুসারে মুখের পরিমাণেরও হ্রাস বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(৬) শব্দার্থ মুক্তাবলী নামক সংস্কৃত বাঙ্গলা অভিধান-কর্ত্তা, তবলা শব্দ প্রাকৃত বলিয়া স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

# বন্ধন।

মৃদঙ্গ-যন্ত্রের উভয় পার্শ্বের আবরণীদ্বয় চর্ম্মরজ্জু দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ এবং চতুরঙ্গুলি প্রমাণ লম্বা গোল গোল আট্‌টী গুল্যু ঐ চর্ম্মরজ্জুর সহিত সংলগ্ন থাকে। ঐ গুল্যু গুলি হস্তিদন্ত, কাষ্ঠ অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হয়। গুল্যু কয়েক-টীই স্বরবন্ধনের প্রধান উপায়, প্রত্যেক গুল্যুর ঠিক সমান সমান দক্ষিণা বা ডাহিনার কানায় কানায় তর্জ্জনীর আঘাত দিতে হয়, অথবা মধ্যবর্ত্তী খিরণ অনামিকা দ্বারা চাপিয়া তর্জ্জনীর দ্বারা আঘাত দিলেও হয়। গুল্যুর সমান ভাবাপন্ন দক্ষিণার কানাকে এক একটী ঘাট বলে, ঘাট আট্‌টী; যদ্যপি তর্জ্জনীর আঘাতে ঐ ঘাট-কয়েকটী পরস্পর সমস্থুর বোধ না হয় তবে একটী তাড়নী অর্থাৎ ক্ষুদ্র হাতুড়ির আঘাতদ্বারা গুল্যুগুলি নীচের দিকে নামাইয়া অথবা আবশ্যক মত কোন গুল্যুটী বা উপরের দিকে উঠাইয়া সমুদয় ঘাট সমস্থুর রূপে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য (৭)। গুল্যু গুলি নীচের দিকে নামাইলে সুর চড়া হইয়া থাকে এবং উপরের দিকে তুলিলে সুর নামিয়া যায়। কণ্ঠ, তাম্বুরা অথবা বীণাদি কোন যন্ত্রের সহিত অথবা আট্‌টী ঘাট সমস্থুর করিতে হইলে উক্তবিধ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, সমুদয় ঘাটগুলি ঠিক সমস্থুর হইয়াছে কি না সেটী শিখাইয়া দিবার নহে, ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে করি[illegible] অভ্যাস গুণে সুরসংস্কার কর্ণে ঠিক হইলে উহা স্বতঃসিদ্ধরূপেই হইয়া উঠে।

---

(৭) সুরশুদ্ধতার জন্য কখন কখন কানায় কানায় তাড়নীর মৃদু আঘাত দিয়া লইতে হয়।

## ধারণ।

---

মৃদঙ্গের কৃষ্ণখরলিযুক্ত দিক্‌টী দক্ষিণহস্তের দিকে এবং ময়দার পুরিকা দেওয়া মুখ বামহস্তের দিকে রাখিয়া ক্রোড়ের সম্মুখে অথবা নিম্নলিখিত নিয়মে ক্রোড়ের উপর স্থাপন করিতে হয়।



অথবা কোন উচ্চচৌকির উপর বসিয়া আর একখানি উক্ত চৌকির সমতল উচ্চচৌকি সম্মুখে স্থাপন করত তদুপরি মৃদঙ্গটী রাখিয়াও বাজান যাইতে পারে, ফলতঃ বাদক আপনার সুবিধামত যন্ত্রটী স্থাপন করিয়া লইবেন ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য।

## মৃদঙ্গের আবশ্যকতা।

কণ্ঠ বা কোন যন্ত্র অথবা নৃত্যের সহিত মাত্রানিয়ামক তাল দিবার জন্য মৃদঙ্গের প্রয়োজন, ইহাতে দক্ষিণ এবং বাম উভয় হস্তই ব্যবহার হইয়া থাকে।

## মাত্রা (৮)।

বর্ণ উচ্চারণ কালের নাম মাত্রা। পাঁচটী হ্রস্ব অক্ষর অর্থাৎ ক খ গ ঘ ঙ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাহাকে সঙ্গীতশাস্ত্র মতে বাদ্যবিষয়ক লঘু বা এক মাত্র(৯) কাল কহে, তাহার চিহ্ন এইরূপ (।) একটী মাত্র দণ্ড। কথিত কালের দ্বিগুণ কালকে দুই মাত্রা অথবা দীর্ঘকাল বলে, যেমন ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, দুই মাত্রার দুইটী দণ্ড চিহ্ন যেমন (।।)। কথিত এক মাত্রা কালের তিন গুণ কালকে ত্রিমাত্রা কাল বলাযায়। যেমন ক খ গ ঘ ঙ, চ ছ জ ঝ ঞ, ট ঠ ড ঢ ণ, তিনটী দণ্ড চিহ্ন ত্রিমাত্রা কালের চিহ্ন বিশেষ যেমন (।।।)। এক মাত্রা কালের পর ত্রিমাত্রা কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে সঙ্গীত শাস্ত্রমতে গুরু কাল কহে, আর ত্রিমাত্র কালের পর যত অধিক মাত্রা হইবেক তৎ সমুদয় প্লুত মাত্রা রূপে ব্যবহার্য্য। মাত্রার আধিক্য অনুসারে দণ্ডচিহ্নের ও অধিকতা প্রয়োজন করে, চারি মাত্রা হইলে চারিটী দণ্ড আবশ্যক; যেমন(।।।।)। পাঁচ মাত্রা হইলে পাঁচটী দণ্ড চিহ্ন, যেমন(।।।।।) ইত্যাদি। এক মাত্রা কালের অর্দ্ধেক কালের নাম অর্দ্ধ মাত্রা বা দ্রুত কাল, ইহার

(৮) বর্ণোচ্চারণ কালস্তু মাত্রা ইত্যভিধীয়তে।

(৯) পঞ্চ লঘ্বক্ষরোচ্চারকালো মাত্রা সমীরিতা। তদর্দ্ধং দ্রুত মিত্যুক্তং তদর্দ্ধঞ্চাপ্যনু দ্রুতং। অনুদ্রুতফলং ক্বাপি বিরামাণুদ্রুতে ইতি, ইতি সঙ্গীত রত্নাকরাৎ।

অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন যেমন (৺)। অর্দ্ধ মাত্রার অর্দ্ধেক কালকে সিকি বা অণুমাত্র কাল বলাযায়, অণুমাত্রার এইরূপ (×) ডমরু চিহ্ন।

সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, সাতটী স্বর যেমন সঙ্গীতের মুল তেমনি একমাত্র, দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা, অর্দ্ধমাত্রা এবং অণুমাত্রা এই পাঁচটী মাত্রা ও তালের মুল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। বৈয়াকরণ মতে একটী বর্ণ সহজে উচ্চারণ করিতে যে সময় আবশ্যক হয় তাহা-কেই এক মাত্র কাল কহে, দুইটী ও তিনটী বর্ণ উচ্চারণের কাল দ্বারা দুই ও তিন মাত্রা প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পরন্তু সঙ্গীত-শাস্ত্র-কর্ত্তারা বাদ্য-বিষয়ে এতস্বল্প কালকে গ্রহণ করিলে তালাদির সঙ্গতি করণ বা ঠেকার কালের অকুলান হয়, সেই জন্যই এক একটী মাত্রার নিমিত্ত পাঁচ পাঁচটী করিয়া হ্রস্ব বর্ণ উচ্চারণকাল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এক মাত্রা কালকে একমাত্রা বা হ্রস্ব ও দ্বিমাত্র কালকে দ্বিমাত্রা বা দীর্ঘ কাল ও বলাযায়।

## লয়।

হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ এবং অণু এই পাঁচটী মাত্রানুযায়িক কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়। লয় তিন প্রকার, যথা বিলম্বিত মধ্য এবং দ্রুত (১০) শ্লথ গতিতে মাত্রা বিন্যাস দ্বারা কাল নিষ্পন্ন হইলে তাহাকে বিলম্বিত লয় কহা যায়। দ্রুতগতিতে মাত্রা বিন্যস্ত হইয়া কাল সম্পন্ন হওয়ার নাম দ্রুত লয়। নাতিশ্লথ বা নাতিদ্রুত এতদুভয়ের মধ্যভাবে মাত্রাবিন্যাসদ্বারা সম্পন্ন কালকে মধ্য লয় বলা যায়।

---

(১০) দ্রুতোমধ্যোবিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমোমতঃ।
দ্বিগুণ দ্বিগুণৌজ্ঞেয়ৌ তস্মান্মধ্য বিলম্বিতৌ॥
ইতি সঙ্গীতদর্পণে।
তথাচ] বিদ্যাধরে,——————মন্দা অমন্দ গতয়স্তালাদীনাং বিচারিতাঃ।

## হস্তপাঠ বা হস্তপাঢ়।

প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্ত্তাদিগের মতে ভিন্ন ভিন্ন স্বরবর্ণ-বিশিষ্ট বা শুদ্ধ ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঝ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্ ও র্ এই ষোড়শ বর্ণের বিভিন্ন প্রকার সংযোগ বিয়োগে ত্তা, দিং, থু, ন্না, কে, টে, ত্রি ও ত্রে প্রভৃতি বহুবিধ শব্দ যথালয়ে মাত্রানুযায়িক আবদ্ধ হইয়া, মৃদঙ্গাদিতে বাদিত হয় (১১)। বস্তুগত্যা এই সমুদায় শব্দই কাল্পনিক, কেবল শিক্ষার্থীদিগের সহজে মাত্রাগত করিয়া, তাল অভ্যাস করিবার নিমিত্তই কথিতশব্দ-নিচয়ের প্রয়োজন। মৃদঙ্গ শিখিবার রীতিই এই যে, বাদনোপযোগী শব্দগুলি প্রথমে মুখে অভ্যাস, পরে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে উভয়হস্তে যথারীতিতে মাত্রানুযায়িক করিয়া, যন্ত্রে প্রকাশ করিতে হয়। হস্তোদ্ভব এই সকল কাল্পনিক শব্দ বাদনসমকালে মুখে পঠিত

(১১) ঙ বর্জ্জিত ক বর্গশ্চ ট ত বর্গৌ রঝাবপি। ইতি ষোড়শবর্ণাঃ স্যুরুক্তয়োঃ পাঠসংজ্ঞকাঃ। সংযোগবিপ্রয়োগাভ্যাযুক্তমাধ্যমধামাঃ। সস্বরত্বাস্বরত্বাভ্যাং পাঠাস্তে স্যুরনেকধাঃ। ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে। রত্নাকরকার যে ষোড়শবর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, বাদ্যে তদ্ভিন্ন দুই একটী বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়, সুতরাং রত্নাকরের প্রথম বচনটীকে প্রায়িক বলিয়া মানিতে হইবে। যেমন বৈয়াকরণেরা "ল" এই বর্ণটীকে "দন্ত্য" অর্থাৎ দন্তোচ্চার্য্য বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; বাস্তবিক কণ্ঠতালুর সহকারিতা ব্যতিরেকে শুদ্ধ দন্ত দ্বারা কোন বর্ণের উচ্চারণ নিতান্ত অসম্ভব হইলেও উক্ত বর্ণোচ্চারণে দন্তের প্রাধান্য থাকাতেই, "দন্ত্য" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তদ্রূপ রত্নাকরোক্ত বর্ণচয়ের সংযোগ-বিয়োগদ্বারা প্রায় যাবতীয় শব্দ সাধিত হয় বলিয়াই, বোধ হয় গ্রন্থকার উক্ত ষোড়শ বর্ণের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও অন্যান্য দুই একটী বর্ণ বাদ্যে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা এত বিরল যে, তাহাদিগের আর পৃথক্ নির্দ্দেশ না করিলেও কোন হানি নাই।

হয়, তজ্জন্য এই সকল শব্দের নাম হস্তপাঠ বা হস্তপাঢ় বলে। বস্তুতঃ কণ্ঠতাল্বাদ্যভিঘাতজনিত মনুষ্যমুখনিঃসৃত বর্ণাত্মকনাদ কখনই যন্ত্রহইতে নিঃসারিত হইতে পারে না; কেবল মার্দ্দঙ্গিকেরা স্বীয় স্বীয় ছাত্রবর্গের বাদনক্রিয়া সুখসাধ্য করিবার জন্যই কথিত শব্দ সমুদায় কল্পনা করিয়াছেন; সেই হেতু ঐ সকল শব্দকে কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করা গেল। যাহাই হউক উল্লিখিত শব্দ সমুদায়ের মধ্যে তা, দিং, থু ও ন্না এই চারিটী শব্দই আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভগবান্ পদ্ম-যোনি চারি মুখ হইতে ঐ চারিটী শব্দ উচ্চারণানন্তর মৃদঙ্গ বাদনের জন্য প্রথমেই গজাননকে পার্শ্বপাণি (দক্ষিণহস্তের চাটুর কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদিক্‌স্থ অর্দ্ধভাগদ্বারা যন্ত্রের দক্ষিণদিকে আঘাত) অর্দ্ধ পাণি (দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া, উহাদিগের অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র-মধ্যে চাপা আঘাত) দণ্ডপাণি (বাম হস্তের কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী এই চারিটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া যন্ত্রের বামদিকে খোলা আঘাত) কর্ত্তরী (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্র-পার্শ্বে আঘাত) এই চারিটী হস্তক্রিয়া দেখাইয়া দেন (১২) সঙ্গীতাচার্য্যগণ বলেন যে, গণপতি তা, দিং, থু ও ন্না এই চারিটী মূল শব্দাবলম্বনে এত অধিক সংখ্যক হস্তপাঢ়ের সৃষ্টি করেন যে, কোন ব্যক্তি কোনকালে তৎসমুদায় সাধন করিতে সমর্থ হইয়া-

---

(১২) তা, দিং, থুং, ন্না চতুঃশব্দা বিধি বক্ত্র বিনির্গতাঃ। হেরম্বেণ গৃহীতাঃ স্যুঃ কপ-দিষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা। ইতি, পার্শ্ব-পাণ্যর্দ্ধপাণী চ দণ্ডপাণিশ্চ কর্ত্তরী। এতাশ্চতুর্বিধা-হস্ত ক্রিয়া তেন প্রদর্শিতাঃ। ইতি চ ধ্বনিমঞ্জর্য্যাং।

ছিলেন কি না সন্দেহ (১৩)। বস্তুতঃ তন্মধ্যে কতিপয় মাত্র হস্তপাটের বিষয় রত্নাকর প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক, এক্ষণে শাস্ত্রানুযায়ী তৎসমুদায়ের বড় অধিক ব্যবহার নাই। কতকগুলি বা নামাপভ্রংশে এখন পর্য্যন্তও প্রচলিত আছে। তাহার প্রমাণ জন্য সংস্কৃত গ্রন্থোদ্ধৃত শব্দ কয়েকটী নিম্নে প্রকটিত হইল ; যথা—

| সংস্কৃত শব্দ। | নামাপভ্রংশে আধুনিক ব্যবহার। | সংস্কৃত শব্দ | নামাপভ্রংশে আধুনিক ব্যবহার | সংস্কৃত শব্দ | নামাপভ্রংশে আধুনিক ব্যবহার |
|---|---|---|---|---|---|
| দাং | দিন্ | থোঁধি | ধেধি | নগি | নাগে |
| তথো | তধে | থোঁধি | ধেধি | তগি | তগি |
| তধিক | তধিক | দিশ্যাং | দিস্তান্ | নগি | নাগে |
| দাং | দিন্ | দিশ্যাং | দিস্তান্ | দাং | দিন্ |
| তধিক | তধিক | টটুনকি | তটিনকি | দাং | দিন্ |
| দংথা | দিস্তা | টটুনকি | তটিনকি | দীং | দীং |
| দংথা | দিস্তা | তদটঁগ | তদনাগ | দীং | দীং |
| থোধি | ধেধি | তদটঁগ | তদনাগ | দংতা | দিস্তা |
| থোধি | ধেধি | খবটঁগ | খিটিনাগ | তথা | তত্তা |
| তত্ত | তত্ত | খবটঁগ | খিটিনাগ | | |
| তত্ত | তত্ত | তগি | তগি | | |

(১৩) হস্তোদ্ভবাঃ পাঠভেদা হস্তপাটাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তে ত্বনন্তা ন শক্যন্তে প্রত্যেকং বাদিতুং জনৈঃ। প্রদর্শনার্থ মেতেষু কতিচিৎ প্রতিপাদয়েৎ। ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে।

উপরোক্ত তা, দিং, থুং, ম্না প্রভৃতি হস্তপাঠ মৃদঙ্গে যেরূপ প্রণালীতে সাধনা করিতে হয়, নিম্নে তাহার নিয়ম প্রদর্শিত হইতেছে।

## দক্ষিণহস্তপাঠ

## বা দক্ষিণহস্তের শব্দসাধন।

১। দক্ষিণহস্ত খুলিয়া, যন্ত্রপার্শ্বে কনিষ্ঠা, অনামিকা দিকস্থ চাটুর পার্শ্বভাগ এবং কনিষ্ঠা, অনামিকা সংযোগে আঘাত করিলে তা হইয়া থাকে। ড়া, ত্তা, তাং, থ, থা ও লাং ইত্যাদি শব্দ তা শব্দের ন্যায়। তাং শব্দটীও প্রায় তা শব্দের ন্যায়, বিশেষের মধ্যে এই যে, তা শব্দ প্রতিপন্ন করিয়াই, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা আহত স্থানটী ঈষৎমাত্র স্পর্শ করিতে হইবে।

২। কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী একত্র করিয়া, যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে, দিং শব্দ হয়। দ, দেং প্রভৃতি শব্দ দিং শব্দের ন্যায়।

৩। তর্জ্জনী দ্বারা যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে, ত শব্দ প্রতিপন্ন হইবে। ট, টা, টে, ড়ি, ড়ে, র, রা ও রে ইত্যাদি শব্দ ত শব্দের ন্যায়।

৪। হস্ত খুলিয়া যন্ত্রমধ্যে খোলা আঘাতে থুনু শব্দ সম্পন্ন হয়। ঠং, ডেং, ঢেং, দা, দি, দে, দং, দাং, দিং, দেং ও দিনু ইত্যাদি শব্দ থুনু শব্দের ন্যায়।

৫। তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা ক্রোড়ের দিকস্থ যন্ত্রপার্শ্বে আঘাত করিলে, ম্না শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। ড়াং, ন, না, ম্না, নি ও নে প্রভৃতি শব্দ ম্না শব্দের ন্যায়।

৬। মধ্যমা ও অনামিকা এই দুইটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া, যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাত করিলে, টি শব্দ প্রতিপন্ন হয়। তি, তৎ, তিৎ ও তে ইত্যাদি শব্দ টি শব্দের ন্যায়।

৭। একত্রিত-মধ্যমা-অনামিকার অগ্রভাগদ্বারা যন্ত্রমধ্যে চাপা আঘাতে ম ও মা এই দুইটী শব্দ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

৮। তর্জ্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা যন্ত্রপার্শ্বে ঈষৎ স্পর্শ করিলে, ন্ শব্দ প্রতিপন্ন হইবে।

## বামহস্তপাঢ়
## বা বামহস্তের শব্দসাধন।

(১) বামহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারিটী অঙ্গুলি একত্র করিয়া, বামদিকে খোলা আঘাতে ধু শব্দ প্রতিপন্ন হইবে। গ, গা, গি, গে, ঘ, ঘা, ঘি, ঘু, ঘে, ঘো, ধি, ধু এবং ধে (১৪) ইত্যাদি শব্দ ধু শব্দের ন্যায়।

(২) তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলি একত্র করিয়া, বামদিকে চাপা আঘাত করিলে, ক, কা, কি, কু, কে, (১৫) কৎ, কেৎ, খ, খা, খি, খে, খিৎ, খেৎ ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হইবে।

দক্ষিণ এবং বামহস্তে যে সকল হস্তপাঢ় বা শব্দ সাধিত হইল, সেই সকলের পরস্পর সংযোগে আবার বহুতর সংযুক্ত হস্তপাঢ় সম্পন্ন হইয়া থাকে ; যথা—

---

(১৪) ট ও ড় শব্দ সংযোগে ধি ও ধে শব্দ নিষ্পন্ন করিতে হইলে যন্ত্রের বামদিকে বামহস্তের খোলা আঘাত ও দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দ্বারা দক্ষিনদিকে যন্ত্রমধ্যে যুগপৎ চাপা আঘাত করিতে হইবে।

(১৫) কি ও কে এই দুইটী শব্দ টে, ড়ি, ড়ে ও ড়ান্ শব্দযোগে তে শব্দের ন্যায় দক্ষিণ হস্তেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃঃ ৯৩

10

## দক্ষিণহস্তের
## সংযুক্তহস্তপাঠ।

---

(১) কথিত নিয়মানুসারে তা শব্দ প্রতিপন্ন করিয়াই, ন্ শব্দ সম্পন্ন করিলে, তান্ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। ড়ান্, ত্তান্, থন্, থান্ ইত্যাদি শব্দ ত্তান্ শব্দের ন্যায়।

(২) পূর্ব্বোক্ত নিয়মে না শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াই, ন্ শব্দ প্রতিপন্ন করিলে, নান্ শব্দ সম্পন্ন হইবে। মিন্, মেন্, ম্লান্ ইত্যাদি শব্দ নান্ শব্দের ন্যায়।

(৩) উল্লিখিত নিয়ম মতে তে শব্দ সম্পন্ন করিয়াই, রে শব্দ নিষ্পন্ন করিলে, তেরে শব্দ প্রতিপন্ন হইবে এবং ইহারই দ্রুত আঘাতে ত্র, ত্রা, ত্রি ও ত্রে (১৬) ইত্যাদি শব্দ নিষ্পন্ন হইবে।

(৪) কথিত নিয়মে তে শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াই, টে শব্দ প্রতিপন্ন করিলে, তেটে শব্দ সম্পন্ন হইবে। তেট্ প্রভৃতি শব্দ তেটে শব্দের ন্যায়।

## বামহস্তের
## সংযুক্তহস্তপাঠ।

---

(১) পূর্ব্বোক্ত নিয়ম মতে খি শব্দ সম্পন্ন করিয়াই, ক্ শব্দ নিষ্পন্ন করিলে, খিক্ শব্দ প্রতিপন্ন হইবে। খেক্, খিকৎ ইত্যাদি শব্দ খিক্ শব্দের ন্যায়। (১৭)

---

(১৬) ত্র ইত্যাদি শব্দ বাম হস্তের খু শব্দের ক্রিয়াযোগে বাদিত হইলেই ক্র, ক্রো ও ক্র ইত্যাদি শব্দ সম্পন্ন হইবে।

(১৭) সংযুক্ত হস্তপাঠে হসন্ত শব্দগুলি কিঞ্চিৎ লঘু আঘাতে সম্পন্ন হইবে।

(২) উল্লিখিত নিয়মে ধি শব্দ প্রতিপন্ন করিয়াই, গ্ শব্দ সম্পন্ন করিলে, ধিগ্ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। ঘেগ্, ঘিগি ইত্যাদি শব্দ ধিগ্ শব্দের ন্যায়।

## উভয় হস্তের
## সংযুক্তহস্তপাঠ।

---

(১) উল্লিখিত নিয়মে দক্ষিণ হস্তে তা শব্দ সম্পন্ন করিয়াই, বাম হস্তে ক্ শব্দ প্রতিপন্ন করিলে, তাক্ শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। তাকি, তাকে, তাকৎ, তাখি, তাখে ইত্যাদি শব্দ তাক্ শব্দের ন্যায়।

(২) কথিত নিয়মে তা শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াই, গ্ শব্দ প্রতিপন্ন করিলে, তাগ্ শব্দ সম্পন্ন হইবে। তাগি, তাঘি, তাগে, তাঘে, তাধি ও তাধে প্রভৃতি শব্দ তাগ্ শব্দের ন্যায়।

(৩) পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে না শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াই, ক্ শব্দ সম্পন্ন করিলে, নাক্ শব্দ প্রতিপন্ন হইবে। নাকৎ ইত্যাদি শব্দ নাক্ শব্দের ন্যায়।

(৪) উল্লিখিত রূপে না শব্দ সম্পন্ন করিয়াই, গ্ শব্দ নিষ্পন্ন করিলে, নাগ্ শব্দ প্রতিপন্ন হইবে। নাগি, নাগে, নাধি, নাধে ইত্যাদি শব্দ নাগ্ শব্দের ন্যায়।

(৫) কথিত নিয়মানুসারে ধি শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াই, নি শব্দ প্রতিপন্ন করিলে, ধিনি শব্দ সম্পন্ন হইবে। ধেনে, ঘেনে, ঘেনা ইত্যাদি শব্দ ধিনি শব্দের ন্যায়।

(৬) পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ধে শব্দ প্রতিপন্ন করিয়াই, লাং শব্দ নিষ্পন্ন করিলে, ধেলাং শব্দ সম্পন্ন হইবে। ঘেতাং ইত্যাদি শব্দ ধেলাং শব্দের ন্যায়।

কথিত নিয়মে দক্ষিণ এবং বাম হস্তের হস্তপাঠ সমুদায় প্রথমে

পৃথক্ রূপে পরে সংযুক্তভাবে অভ্যাস করিয়া, পশ্চাৎ নিম্ন-লিখিত নিয়মে যুগপৎ হস্তপাঢ় অর্থাৎ উভয়হস্ত একত্র সাধনা কর্ত্তব্য।

## যুগপৎ হস্তপাঢ় বা উভয়হস্তের শব্দ সাধন।

(১) ধু ও তা এই দুইটী শব্দসাধনের ক্রিয়া সমকালে সম্পন্ন হইলে, ধা শব্দ প্রতিপন্ন হইবে।

(২) ধু ও তে এই দুইটী শব্দসাধনের ক্রিয়া যুগপৎ হইলে, ধৎ, ধাৎ, ধিৎ ও ধেৎ ইত্যাদি শব্দ প্রতিপন্ন হইবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, হস্তপাঢ় অসংখ্য, কেহ কখন তৎ-সমুদায় সাধন করিতে সহসা সমর্থ হন নাই। তবে শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষাকার্য্যের সৌকার্য্যার্থ উল্লিখিত কতিপয়মাত্র অসংযুক্ত ও সংযুক্ত হস্তপাঢ় সাধনপ্রণালী প্রদর্শিত হইল; ইহাতে কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিলাভ হইলেই, অপরাপর ব্যবহারিক হস্তপাঢ় সকল বোধ করি অনায়াসে সাধন করিতে পারা যাইবে।

## হস্ত-পাঢ় লিপি-বদ্ধ করিবার প্রণালী।

হস্তপাঢ় সমুদায় লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটী সরলরেখা ব্যবহার করা যায়। সেই সরলরেখাকে সঙ্গতরেখা বলে। একটীমাত্র সরলরেখাতে দক্ষিণ, বাম ও উভয় হস্তের যাবতীয় শব্দই লিখিত থাকিবে। শিক্ষার্থীগণের সহজে বোধগম্য হইবার জন্য বাম হস্তের শব্দ সমুদায়ের নিম্নে এই রূপ (—) একটী ক্ষুদ্র সরলরেখা, উভয়হস্তের শব্দ সমুদায়ের নিম্নে এইরূপ (=) দুইটী সমান্তরাল রেখা ব্যবহার করা যাইবে; এবং দক্ষিণ হস্তের হস্তপাঢ়ের নিম্নে কোন বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে না। যথা—

সঙ্গতরেখা ———— তেটে ধেতে ধা ইত্যাদি।

## শব্দসাধন ।

নিম্নলিখিত হস্তপাঠ সমুদায় পূর্ব্বকথিত মাত্রানুযায়ী করিয়া সাধন করিতে হইবে।

### প্রথম পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | ॥ | ॥ | ॥ | ॥ |
|---|---|---|---|---|
| | তা | দিৎ | থু | না। |

### দ্বিতীয় পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | । | । | । | । |
|---|---|---|---|---|
| | তা | দিৎ | থু | না। |

### তৃতীয় পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ |
|---|---|---|---|---|
| | তা | দিৎ | থু | না। |

### চতুর্থ পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | × | × | × | × |
|---|---|---|---|---|
| | তা | দিৎ | থু | না। |

### পঞ্চম পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | । | । | । | । | । | । | । | । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তা | তা | দিৎ | দিৎ | থু | থু | না | না। |

### ষষ্ঠ পাঠ।

| সঙ্কেতরেখা | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ | ঁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | তা | তা | দিৎ | দিৎ | থু | থু | না | না। |

পৃঃ ১৭ 12

## সপ্তম পাঠ।

সঙ্কেতরেখা। তা তা দিং দিং থু থু ন্না ন্না।

## অষ্টম পাঠ।

সঙ্কেতরেখা। তা দিং তা, তা দিং থু তা, তা দিং থু ন্না তা।

## নবম পাঠ।

সঙ্কেতরেখা। তা দিং দিং তা, তা দিং দিং থু থু তা, তা দিং দিং

সঙ্কেতরেখা। থু থু ন্না ন্না তা।

## দশম পাঠ।

সঙ্কেতরেখা। কৎ তেটে, দিং তেটে, থু তেটে, ন্না তেটে,

সঙ্কেতরেখা। কৎ কৎ তেটে তেটে, দিং দিং তেটে তেটে,

সঙ্কেতরেখা। থু থু তেটে তেটে, ন্না ন্না তেটে তেটে।

## একাদশ পাঠ।

সঙ্কেতরেখা। কৎ তেটে কেটে তাগে তাগে তেটে,

সঙ্গতরেখা দিং তেটে কেটে তাগে তাগে তেটে,

সঙ্গতরেখা থু তেটে কেটে তা গে তা গে তেটে,

সঙ্গতরেখা ম্না তেটে কেটে তাগে তাগে তেটে।

দ্বাদশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা কং তেটে থু তেটে কেটে তাগে

সঙ্গতরেখা তাগে তেটে, দিং তেটে থু তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা তাগে তাগে তেটে, থু তেটে থু তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা তাগে তাগে তেটে, ম্না তেটে থু তেটে

সঙ্গতরেখা কেটে তাগে তাগে তেটে।

## ত্রয়োদশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। তা কৎ দিং কতা কতা দিং কৎ তা, তা তা

সঙ্গতরেখা। কৎ কৎ দিং দিং কতা কতা কতা কতা দিং

সঙ্গতরেখা। দিং কৎ কৎ তা তা।

## চতুর্দ্দশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। তাগ্ তাগ্ তেটে তেটে কেটে তাগে

সঙ্গতরেখা। তাগে তেটে, দিং দিং তেটে তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা। তাগে তাগে তেটে, থু থু তেটে তেটে

সঙ্গতরেখা। কেটে তাগে তাগে তেটে, ম্লাগ্ ম্লাগ্

সঙ্গতরেখা। তেটে তেটে কেটে তাগে তাগে তেটে।

## পঞ্চদশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। কৎ তাগে তেটে কেটে তাগে তেটে

সঙ্গতরেখা। তাগে তাগে, কৎ দিৎ তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা। তাগে তেটে তাগে তাগে, কৎ থু

সঙ্গতরেখা। তেটে কেটে তাগে তেটে তাগে তাগে,

সঙ্গতরেখা। কৎ ন্নাগ্ তেটে কেটে তাগে তেটে

সঙ্গতরেখা। তাগে তাগে।

## ষোড়শ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। ধা তেটে খিটি তক্ তেটে তেটে

সঙ্গতরেখা। খিটি তক্ তাক্ তেটে খিটি তক্

সঙ্গতরেখা। তেটে তেটে খিটি তক্ ধ্রা তেটে

সঙ্গতরেখা। খিটি তক্ তেটে তেটে খিটি ত

## সপ্তদশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। ধা ধা দিন্তা খেত্তা দিন্তা।

## অষ্টাদশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। ঘিঘি তেটে ঘিঘি তেটে ধুমা কেটে

সঙ্গতরেখা। ধুমা কেটে কেন্ধা ধুন্না।

## উনবিংশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। খেৎ খেড়ে কিটি খেৎ খেড়ে কিটি খেড়ে কিটি

সঙ্গতরেখা। তাগ্ নান্না ন্ নাগ্ নারান্ ধা ধা ধুমা কিটি

সঙ্গতরেখা। ধুমা কিটি খিটি তাগ্ গেদে ঘিনি।

## বিংশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। দিং দিং ধা গিন্না দিং দিং ধা গিন্না দিং ধা গি

সঙ্গতরেখা। ন্না দিং ধা গিন্না ধা গিন্না ধেড়ে কিটি ধেড়ে কিটি

সঙ্গতরেখা। গিগি তেটে গিগি তেটে তাক্ তেরে খিটি তাক্

সঙ্গতরেখা। তাক্ তেরে খিটি তাক্।

## একবিংশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। তাক্ তেটে খিটি তাক্ ধেড়ে কিটি ধেড়ে

সঙ্গতরেখা। কিটি গিগি দিং গিগি দিং তেরে কিটি

সঙ্গতরেখা। তেরে কিটি তাক্ তেরে খিটি তাক্ ধা তেরে

সঙ্গতরেখা। খিটি তাক্।

## দ্বাবিংশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। ধা দিং ধা ধা তেটে্ট ধা দিং ধা ধা তে

সঙ্গতরেখা। টে্ট দ্রগ্ থুন্ দ্রগ্ থুন্ ধাগি তেটে ধাগি

সঙ্গতরেখা। তেটে কিড়ি নাকু নাকু দিং।

## ত্রয়োবিংশ পাঠ।

সঙ্গতরেখা। ধাগি না না গিনা কেতা গেদা ঘিনা

সঙ্গতরেখা। ত্রেকে তা তা ঘিনা ত্রেকেট্ তা ত্রে কেট্ তা

সঙ্গতরেখা। ধেড়ে কেট্ ধা ধেড়ে কেট্ ধা ধেড়ে

সঙ্গতরেখা। কিটি তাকু তেরে কিটি তাকু তেরে কিটি

সঙ্গতরেখা। ধেড়ে কিটি ধেড়ে কিটি ধেড়ে কিটি।

## চতুর্বিংশ পাঠ।

সঙ্কেতরেখা — ধিদ্ধা ত্রেকেট্ ধা ধা তেরে খিটি তাক্ ধা

সঙ্কেতরেখা — খেত্তেরে গিগি তেরে গিগি তেরে ঘিন্না দিগিং দি

সঙ্কেতরেখা — গিনি নাক্ দিন্নাং তেরে কিটি ত্রগ্ তেটে খিটি তাক্

সঙ্কেতরেখা — ত্রগ্‌দিং ত্রগ্‌দিং খিটি তক্ খিড়িনাক্ দ্রগে তা

সঙ্কেতরেখা — ম্ ধা দিং।

## পঞ্চবিংশপাঠ।

সঙ্কেতরেখা — নাগ্ নাগ্ নাগ্ নাগ্ দিং দিং দিং দিং

সঙ্কেতরেখা — থু থু থু থু ন্না ন্না ন্না ন্না ত্রেকে তেটে

সঙ্কেতরেখা — গিনিনাগ্ দিগিদ্দি গিনিনাক্ দিংনাং তেরেকেটে

সঙ্গতরেখা। ত্রেকে ধা ত্রেকে ধা দিং দাগি ন্না দিং দাগিন্ন

সঙ্গতরেখা। দাগিন্না খেত্তা দিস্তা কেড়ান্ ধা ধা ধেটে ধেটে

সঙ্গতরেখা। কিড়িনাক্ ধা তেরে খিটিতাক্ তাক্ তেরেখিটিতাক্

সঙ্গতরেখা। ধুমা কিটি ধুমা কিটি তেরেকিটি তাক্ তেরে

সঙ্গতরেখা। ঘেড়ান্ তক্ ধা ত্রগ্ তেটে ঘিনিনাক্।

পূর্ব্বোক্ত হস্তপাট ও পাঠগুলি অগ্রে উত্তম রূপে সাধন করিয়া পশ্চাৎ তাল অভ্যাস করা কর্ত্তব্য; নতুবা একেবারে তাল অভ্যাস করিতে গেলে, হস্তের জড়তা নিবন্ধন যে কোন তাল সুন্দর রূপে হস্তে প্রকাশ করা অতীব সুকঠিন হইবে।

## তাল।

সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্ত্তারা তালশব্দের বিবিধ প্রকার ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন; তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। উভয় করতলাঘাতোৎপন্নধ্বনিদ্বারা তাল গ্রহণ করা যায় বলিয়াই, রাগা-

ব গ্রন্থকর্ত্তা "তল" শব্দের উত্তর "অণ্" প্রত্যয় করিয়া, তাল শব্দ প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১৮)। প্রসিদ্ধ সঙ্গীততত্ত্ব পণ্ডিত বিজ্ঞানেশ্বর ও রত্নাবলীকার বলেন যে, নৃত্যগীতবাদ্যাত্মক তৌর্য্যত্রিক যখন তালেই প্রতিষ্ঠিত, তখন অবশ্যই প্রতিষ্ঠাবাচী "তল" ধাতু ও "ঘঞ্" প্রত্যয়দ্বারা তাল শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে (১৯)। সঙ্গীতার্ণবের মতে তাণ্ডব (পুংনৃত্য) শব্দের "তা" ও লাস্য (স্ত্রীনৃত্য) শব্দের "ল" এই দুইটী বর্ণের সংযোগে তাল শব্দের উৎপত্তি (২০)। সঙ্গীতদর্পণে দৃষ্ট হয় যে, "তা" (অর্থাৎ মহাদেব) "ল" (অর্থাৎ ভগবতী) এই উভয়াক্ষরাত্মক-শিবশিবাসংমিলনেই তালশব্দ উৎপন্ন হইয়াছে (২১)। অপরাপর গ্রন্থেও অন্যান্য বহুবিধ ব্যুৎপত্তি লক্ষিত হয়; বাহুল্যভয়ে তৎসমুদায় উদ্ধৃত করা গেল না। ফলতঃ যিনি যে প্রকারেই তালশব্দ সিদ্ধ করুন্ না কেন, পদার্থগত অনৈক্য কোন গ্রন্থেই প্রায় লক্ষিত হয় না। তা, দিং, থু ও ন্না প্রভৃতি যে সকল শব্দ পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছে, কথিত মাত্রানুযায়ী সেই সকল শব্দদ্বারা অখণ্ড কালকে ছন্দোগত করিয়া, বিভাগ করার নামই যে

(১৮) হস্তদ্বয়স্য সংযোগে বিয়োগে চাপি বর্ত্ততে। ব্যাপ্তিমান্ যো দশপ্রাণৈঃ সকালস্তালসংজ্ঞকঃ। ইতি রাগার্ণবে।

(১৯) তাল স্তলপ্রতিষ্ঠায়ামিতি ধাতোর্ঘঞি স্মৃতঃ। গীতং বাদ্যং তথানৃত্যং যতস্তালে প্রতিষ্ঠিতং ইতি বিজ্ঞানেশ্বরেণোক্তং তথাচ রত্নাবল্যাং উক্ত কালক্রিয়া মানং তাল ইত্যভিধীয়তে। ধাতো স্তলপ্রতিষ্ঠায়াং ঘঞি তালো-নিরূপণাদিতি।

(২০) তাণ্ডবস্যাদ্য বর্ণেন লকারো লাস্যশব্দভাক্। যদা সঙ্গচ্ছতে লোকে তদা তালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। ইতি সঙ্গীতার্ণবে।

(২১) তাকারে শঙ্করঃ প্রোক্তো লকারে পার্ব্বতী স্মৃতা। শিবশক্তিসমাযোগা তাল ইত্যভিধীয়তে। ইতি সঙ্গীতদর্পণে।

তাল, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন (২২)। শাস্ত্রে কথিত আছে যেমন পঞ্চাননের পঞ্চবদনোৎপন্ন শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মে[ঘ] এবং ভগবতীর মুখবিনির্গত নটনারায়ণ, সাকল্যে এই ছয়টী আদিরা[গ] হইতে অসংখ্য রাগ রাগিণীর উৎপত্তি, তদ্রূপ দেবাদিদেব মহাদেবের সদ্যোজাত, বামদেব, ঈশান, অঘোর ও তৎপুরুষ এই পাঁচটী বক্ত্র হইতে যথাক্রমে চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্‌পিতাপুত্রক, সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্‌ঘট্ট এই পাঁচটী মার্গতালের প্রথম সৃষ্টি হয়, (২৩) ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ভরতাদি ঋষিরা মহাদেবের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রকাশ করেন তাহাকে মার্গ কহে। (২৪) পরে এই পঞ্চমার্গ তালহইতেই বহুতর দেশী তাল উৎপন্ন হইয়াছে; দেশীয় রীতিতে দেশে দেশে যে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাকে দেশী বলে (২৫) সুতরাং তালদ্বিবিধ হইল; যথা—মার্গ ও দেশী। এই দ্বিবিধতালই

---

(২২) কালস্য এক দ্বিত্র্যাদি মাত্রোচ্চারণ নিয়মিতস্য ক্রিয়ায়াঃ পরিস্পন্দনাত্মিকায়াঃ পরিচ্ছেদহেতু স্তালঃ। ইতি মধুঃ। তথাচ সঙ্গীতদর্পণে। কালঃ ক্রিয়াচ মানঞ্চ সম্ভবন্তি যদা; সহ। তদা তালস্য সম্ভূতি রিতিজ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ। অন্যেষু বহুষু গ্রন্থেষ্বেতদভিপ্রায়ো দৃষ্টঃ।

(২৩) চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ ষট্‌পিতাপুত্রকোপি চ। সম্পর্কেষ্টাক উদ্‌ঘট্ট স্তালা পঞ্চপ্রকীর্ত্তিতাঃ। পূর্ব্বং শিবস্য পঞ্চভ্যো মুখেভ্যো নির্গতাঃ ক্রমাৎ। ইতি সঙ্গীতরত্নাবল্যাং দর্পণেপি চ।

(২৪) দ্রুহিণেন, যদন্বিষ্টং যদুক্তং ভরতেন চ। মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদং। ইতি সঙ্গীতদর্পণে। অপিচ মার্গদেশীতি তদ্দ্বেধা তত্র মার্গঃ স উচ্যতে। যো মার্গিতো বিরিঞ্চ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ। দেবস্য পুরতঃ শম্ভো র্নিয়তোভ্যুদয়প্রদঃ। ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে।

অপিচ,——স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জকং। ইতি সঙ্গীতভাষ্যে।

(২৫) তত্র দেশীতয়া রীত্যা যৎস্যাল্লোকানুরঞ্জকং। দেশে দেশে চ সঙ্গীতং তদ্দে-

আবার তিন ভাগে বিভক্ত; যথা শুদ্ধ, সালগ ও সঙ্কীর্ণ (২৬)। য সকল তালের সহিত অন্য তালের সংশ্রব না থাকে, তাহাকে শুদ্ধ তাল কহে; দুই তালের মিশ্রণে যে তাল উৎপন্ন হয়, তাহাকে সালগ বলা যায় এবং বহুতালসংযোগে যে সকল তাল জন্মে, সেইগুলি সঙ্কীর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্তুগত্যা তাল ছন্দের প্রকারান্তর বৈ আর কিছুই নহে; তালের দ্বারা গীতাদির ছন্দঃ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় (২৭)। অপরাপর ছন্দের ন্যায় ইহারও চারিটী পাদ বা ভাগ আছে; যথা সম, অতীত, অনাগত (২৮) ও বিষম। শাস্ত্রকারদিগের মতে এই চারিটী পাদ হইতেই তাল গ্রহণ করার বিধি আছে, অতএব ইহাদিগের এক একটীকে এক একটী গ্রহ বলে (২৯)।

গীতাভিধীয়তে। ইতি সঙ্গীতদর্পণে। অপিচ,—দেশে দেশে জনানাং যদ্রুচ্যা হৃদয়রঞ্জকং। গানঞ্চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে। ইতি সঙ্গীতরত্নাকরে।

(২৬) মার্গদেশীগতত্বেন তালোঽসৌ দ্বিবিধো মতঃ। শুদ্ধ সালগসঙ্কীর্ণাস্তালভেদাঃ ক্রমাম্মতাঃ। ইতি বিজ্ঞানেশ্বরেণোক্তম্।

(২৭) এ কথা যে শুদ্ধ আমরাই বলি এমং নহে উইলার্ড টি্রটিজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিকগ্রন্থেও ঐরূপ লিখিত আছে। যথা—Metere is allowed to have this effect in poetry, and why not in music? It is very well known that a mere transposition of Key without a change in the time has very little power on the spirits of the hearer.

Tartine supposes "they could not have prolonged any note beyond the time allowed to the syllable, and from this cause a fine voice would be unable to display its powers by passing rapidly from syllable to syllable to prevent the loss of time.

(২৮) অনাগত শব্দটী কখন কখন অনাঘাত বলিয়াও ব্যবহৃত হয়।

(২৯) সমাতীতানাগতশ্চ বিষমশ্চ গ্রহামতাঃ। চত্বারঃ কথিতা তালে সূক্ষ্মদৃষ্ট্যা বিচক্ষণৈঃ। গীতাদি-সমকালস্তু সমপাণিঃ সমগ্রহঃ। গীতাদৌ বিহিতে

গীতাদির সমকালে তালগ্রহণের নাম সমগ্রহ, গীতারম্ভের অব্যবহিত পরেই তাল গ্রহণের নাম অতীতগ্রহ, তাল গ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হইলে, তাহাকে অনাগতগ্রহ এবং অতীত ও অনাগত এই দুইটীর মধ্যকালে গৃহীত তালকে বিষমগ্রহ বলে। তালে আঘাত ও বিরাম (অর্থাৎ ফাঁক) এই দুইটীর প্রয়োজন সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। তাল বা আঘাতের এই রূপ (১) এক অঙ্ক চিহ্ন, বিরাম বা ফাঁকের (অর্থাৎ যেখানে আঘাত না হইবে) তাহার এইরূপ (০) বিন্দুচিহ্ন, এবং সমের এই প্রকার (+) পতঙ্ক চিহ্ন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই চিহ্নগুলি মাত্রাজ্ঞাপক দণ্ডচিহ্নের উপরিভাগে থাকিবে। অন্যান্য ছন্দের ন্যায় তালের যতি বিভাগ আছে। তালে লয় প্রবৃত্তির নিয়মকেই যতি বলে, (৩০) অর্থাৎ লয় প্রবৃত্তি প্রকাশক নিয়মানুগত ছন্দোনুরূপ বিশ্রাম বিশেষদ্বারা কোন তালের লয়ের সহিত অপর তালের লয়ের প্রভেদ প্রদর্শনের নামই যতি। যতি স্থানে এইরূপ (৺) রেফযুক্ত বিন্দুচিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে, এই চিহ্নটীও মাত্রাচিহ্নের উপরিভাগে থাকিবে।

---

পশ্চাত্তালপ্রবৃত্তির্ব্বিধীয়তে। অতীতাখ্যো গ্রহোজ্ঞেয়ঃ সোবপাণিরিতিস্মৃতঃ। পূর্ব্বং তালপ্রবৃত্তিঃ স্যাৎ পশ্চাদ্গীতাদিকচ্যতে। অনাগতঃ সবিজ্ঞেয়ঃ সএব পরিপাণিকঃ। আদ্যন্তয়ো রনিয়মো বিষমগ্রহশব্দভাক্। ইতি সঙ্গীত দর্পণে। অপিচ তাল গীতগতে সাম্যকারী তস্য গ্রহাশয়ঃ। অনাগত সমাতীতাঃ ক্রমাদেবাস্ক লক্ষণং। গীতারম্ভে যদা পূর্ব্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ং। তালস্য ন্যসনাদ্ ব্যক্ত স্তদেবানাগত-গ্রহঃ। গীতোচ্চারণ কালেও যদা তালস্য সঙ্গতিঃ। তদা সম ইতি প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ তালত্বদাতীত ইতিগ্রহঃ প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ। ইতি সঙ্গীতসারে। অন্যেষ্বপি বহুষু গ্রন্থেষ্বেতদভিপ্রায়ো দৃষ্টঃ।

(৩০) লয়প্রবৃত্তি নিয়মো যতিরিত্যভিধীয়তে। ইতি সঙ্গীতদর্পণে।

মাত্রাসংখ্যা ও যতিগত-বৈলক্ষণ্য-প্রযুক্তই তালের প্রকারভেদ সুতরাং নামভেদও হইয়া থাকে। গান অথবা সেতারাদিযন্ত্র-বাদনের সহিত পূর্ব্ব সাধিত হস্তপাত সংযোগে তাল দেওয়ার নাম সঙ্গত; যাবনিক ভাষায় তাহাকে "ঠেকা" বলে। সঙ্গতদ্বারা গীতাদির মধুরত্ব প্রতিপাদিত হইয়া থাকে (৩১) বস্তুতঃ তালহীন গীতাদি যে অলবণ-ব্যঞ্জনের ন্যায় অতিশয় অতৃপ্তিকর, ইহা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন, অতএব সঙ্গীত কুতূহলীদিগের তাল অভ্যাস করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় (৩২) সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্র মতে সঙ্গতকালে তালের এক সম হইতে অপর সমের পূর্ব্ব অর্থাৎ বিরামস্থান পর্য্যন্তকে একটী পূর্ণ খণ্ড (অর্থাৎ ফেরা বা আওর্দা) কহে (৩৩) এবং খণ্ডের সমাপন

---

(৩১) তালেন রাজতে গীতং তালো বাদিত্রসম্ভবঃ। ইতি শব্দকল্পদ্রুমে।

(৩২) কালবিভাজক তাল অভ্যাসের গুণ, মহাত্মা সেক্সপিয়ার রচিত নিম্ন-লিখিত পদটী পাঠ করিলে, বিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়; যথা—

Ha Ha keep time how sour sweet music is,
When time is broke, and no proportion kept.

এবং (Prior) প্রাইয়র সাহেবও ঐ কথা বলেন; যথা—

Heroes who o'ercome or die,
Have their hearts hung extremely high:
The strings of which in battle's heat
Against their very corslets beat;
Keep time with their own trumpet's measure,
And yield them most excessive pleasure.

(৩৩) খণ্ডক লক্ষণং সঙ্গীতনারায়ণে যথা——তৎসান্তঃখণ্ডকলক্ষণং যদি সমাবুদ্-কাভোগকাবুদ্গ্রাহবিগুণোঽথ সার্দ্ধগুণকো বাপ্যাদ্ ক্রমশস্তু চেতি।

স্থলকে বিশ্রাম বা মান বলা যায়। যেমন পটতালে ধা, আ, খি, ম্না, এই একটী পূর্ণমঞ্চ; কিন্তু আধুনিক বাদক বা গায়কগণ বিরামস্থলে বিশ্রাম না করিয়া, পুনঃ সমপর্য্যন্ত গ্রহণ করত একটী মঞ্চ সমাপন করেন; যথা—ধা আ, খি, ম্না, ধা; এই একটী আধুনিক পূর্ণমঞ্চ; এ স্থলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, সংস্কৃতানুযায়ী মতটী বিশুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং সহৃদয় ব্যক্তি-বর্গের গ্রহণীয়। আধুনিক মতটী নিতান্ত দূষ্য; যেহেতু এই মতটী প্রথমতঃ শাস্ত্রবিরুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ যুক্তিরও বহির্ভূত; কারণ, উদাহৃত পটতালটী দুইটী দীর্ঘমাত্রা অথবা চারিটী লঘুমাত্রার তাল; প্রথমমাত্রাসম হইতে আরম্ভ করত, তৃতীয় ও চতুর্থ মাত্রা বিরামস্থলে বিশ্রাম না করিয়া, পুনঃ সমপর্য্যন্ত গ্রহণপূর্ব্বক একটী মঞ্চ শেষ করিলে, চারি মাত্রাবিশিষ্ট পটতালটী আধুনিক মতে পাঁচ মাত্রাবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এক্ষণে অনেকেই এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, চারিমাত্রা বিশিষ্ট পট্ তালটী আধুনিক মতে পাঁচমাত্রা বিশিষ্ট হইলে, সঙ্গতকালে বেতালা না হয় কেন? এরূপ সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সঙ্গতের সময়ে তালটী যদি চক্রাবর্ত্তের ন্যায় পুনঃ পুনঃ বাদিত না হইত, প্রত্যেক বিরাম স্থলে মঞ্চবিভাগের রীতি থাকিত এবং গীতাদি সমাপন কালে একটী "হা" শব্দ দ্বারা পুনঃ সমের মাত্রাটী পূর্ণ করা না যাইত, তাহা হইলে,

---

তথোদ্গ্রাহকাভোগয়োর্লক্ষণং রাগবিবোধে যথা—তালস্য গ্রহণস্থানম্ গ্রাহ ইতি গদ্যতে। আভোগস্তুদ্ভিনোভাগো যত্র তালসমাপকঃ।

তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন যে, এক সম হইতে পুনঃ সম পর্য্যন্ত গ্রহণপূর্ব্বক মঞ্চ সমাপন করিলে, গীতাদি বেতালা হয় কি না। যেমন একটী ঘটিকা যন্ত্রের মিনিটের কাঁটাটী বারম্বার ঘূর্ণিত হয় বলিয়াই, প্রত্যেক ঘণ্টায় মিনিট্ সংখ্যা গণনা করিলে, ষাটের অধিক হয় না বটে, কিন্তু তাহা না হইয়া, যে স্থান হইতে মিনিট্ সংখ্যা গণনা আরম্ভ করা যায়, যদি কাঁটাটী একবার ঘূরিয়া, সেই স্থানে আসিয়াই গতিহীন হয় এবং ঐ সময়কে এক ঘণ্টা ধরা যায়, তবে সে ঘণ্টাটীতে কত মিনিট্ হইবে? অবশ্যই একষট্টি মিনিট্ হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার করিয়া দেখুন, এরূপ হওয়া নিতান্ত দুষ্য কি না। শুদ্ধ ...টিতাল বলিয়া নহে, অনেক তালেই এই প্রকার দোষ ঘটিতে পারে।

দেশীয় প্রথানুসারে একসম হইতে তাল গৃহীত ও অন্য সমে ...হার বিরাম হয়, সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে যদিও ইহা দুষ্য বটে, তথাচ ...বদ্ধমূল সংস্কার অধুনাতন সঙ্গীত ব্যবসায়ীদিগের মন হইতে এক-...বারে অপনোদন করা অত্যন্ত কঠিন বিবেচনায় তাল গ্রহণ এবং বিরামের আধুনিক প্রথাই সুতরাং আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কোন কোন তালে অবিকল সংস্কৃতানুযায়ী গ্রহণ ও বিরাম আধুনিক রীতিতেও লক্ষিত হয়।

পূর্ব্ব কথিত প্রত্যেক মঞ্চ এক একটী লম্বরেখা দ্বারা বিভক্ত করা থাকিবে, সেই রেখাগুলির নাম বিভাজক রেখা যথা—

+ ০ +

| ধা, | আ, | ধি, | ম্না | ধা ইত্যাদি।

## প্রক্রমণিকা বা

পরম।

যথা নির্দ্দিষ্ট বহুবিধ সুর কৌশলে গমক্, মূর্চ্ছনাদি সংযোগে

নানা ছন্দ সহকারে যেমন গীতাদি বিস্তার করাকে কর্ত্তব্য বা কর্ত্তব্ কহে, সেইরূপ যথানির্দ্দিষ্ট লয় স্থির রাখিয়া মাত্রাগত বিভাগ দ্বারা নানা প্রকার ছন্দ কৌশলে হস্তপাট যোগে তালকে বিস্তার করার নাম প্রক্রমণিকা বা পরম।

---

## চৌতাল (৩৪)।

এই তালটী ছয় মাত্রার তাল, তন্মধ্যে চারিটী আঘাত এবং দুইটী শূন্য অর্থাৎ ফাঁক। ঠেকা, যথা—

| | + | ৪ | ০ | ৪ | ১ | ৪ | ০ | ৪ | ১ | ৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | ধা | ধা(৩৫) | দিন্ | তা | কৎ | তাগে | দিন্ | তা | তেটে | কেত্ |

| | ১ | ৪ |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | গদি | ঘেনে |

---

(৩৪) রত্নাবলী প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থে যে তালটী চতুস্তাল অর্থাৎ চৌতাল নামে প্রসিদ্ধ, অধুনাতন ব্যবহারিক চৌতালের সহিত তাহার কিছু মাত্র সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না; বরং রত্নাবলী ও সঙ্গীত-নারায়ণধৃত শ্রীকান্ত তালের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য আছে; যে হেতু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে চৌতালটী সার্দ্ধ-ত্রিমাত্রার তাল; আধুনিক চৌতালে দুইটী দীর্ঘ ও দুইটী লঘু সাকল্যে ছয়টী লঘু মাত্রার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; শ্রীকান্ত তালটীও অবিকল এইরূপ। শ্রীকান্ত তাল যথা—গুরুদ্বয়ং লঘুদ্বন্দ্বং তালে শ্রীকান্তসংজ্ঞক ইতি রত্নাবল্যামপি চ শ্রীকান্তে ভগলাল্লঘুরিতি সঙ্গীত নারায়ণে।

(৩৫) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যতি চিহ্ন মাত্রা চিহ্নের উপরে থাকিবে, কিন্তু তাল বিশেষে যতি চিহ্ন মাত্রাহীন স্থানেও পড়িতে পারে। অপরঞ্চ প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে অত্যন্ত জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য হইবে, এই ভয়ে কোন কোন তালে যতি চিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে না। আর ঐ আশঙ্কায় অর্দ্ধ এবং অণু অথবা তদপেক্ষা লঘু মাত্রাও তালের প্রক্রমণিকাতে আবশ্যক মতে পরিত্যক্ত হইবে।

## প্রকারান্তর।

সঙ্কতরেখা — + ৪ | ০ ৪ | ১ ৪ | ০ ৪

ধা গে | দিন্ তা | গদ্দি ঘেনে ধা | দিন্ তা

সঙ্কতরেখা — ১ ৪ | ১ ৪ |

গদ্দি ঘেনে ধা | তা |

## প্রকারান্তর।

সঙ্কতরেখা — + ৪ | ০ ৪

ধা ঘেনে নাগ্ দি | ঘেনে নাগ্ ঘেনে নাগ্

সঙ্কতরেখা — ১ ৪ | ০ ৪

গদ্দি ঘেনে নাগ্ | ঘেনে নাগ্ ঘেনে নাগ্

সঙ্কতরেখা — ১ ৪ | ১ ৪ |

গদ্দি ঘেনে নাগ্ | কে* টে তাগ্ গদ্দি ঘেনে |

(*) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ট ও ড় এই দুইটী বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী "কি" ও "কে" এই দুইটী বর্ণ বাম বা দক্ষিণ উভয় হস্তেই বাদিত হইতে পারে; তজ্জন্য অতঃপর কিটি, কেটে, কিড়ি ও কেড়াম্ ইত্যাদি শব্দের "কি" বা "কে"র নিম্নে হস্তজ্ঞাপক চিহ্ন দেওয়া যাইবে না, সুতরাং বাদকগণ নিজ নিজ সুবিধা মতে উভয় হস্তেই বাজাইতে পারিবেন, নিম্নে কোন চিহ্ন না থাকাতে শুদ্ধ দক্ষিণ হস্তের বোল মনে করিয়া, সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন না।

## প্রকারান্তর।

| | + | | ৪ | ° | ১ | | ৪ | ° | ১ | ৪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | ধা গে | দেং | ধা | কেটে | তাগ্ | দেং | ধা | ধেৎ | ধেৎ | |

| | ১ | ৪ |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | কেটে | তাগ্ |

## প্রথম

### প্রক্রমণিকা (*)।

| | + | ° | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | ধা ধা দিন্‌তা | খিটিতক্ ধা ধা | দিন্‌তা খিটিতক্ |

| | ° | ১ |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | তাগ্ তেরে খিটি তক্ | তেরে কিটি তক্ ধা |

| | ১ | + |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা | খিটিতক্ গেদা ঘিনি | ধা। |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

৭২

## দ্বিতীয়

প্রক্রমণিকা (*)।

| | + | ০ | ১ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | কং তেটে | ঘি ঘি তেটে | কেতাকৃতা | ঘি ঘি তেটে |

| | ১ | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধুমাকেটে | ঘি ঘি তেটে | কেতাকৃতা | ঘি ঘি তেটে |

| | ১ | ০ | ১ | ১ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | কেতা ঘি ঘি | তেটেকেতা | ঘি ঘি তেটে | গেদেঘ্না |

| | + |
|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধা। |

## তৃতীয়

প্রক্রমণিকা (†)।

| | + | ০ |
|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধুমাকেটে ধুমাকেটে | ঘিটিতাগ্ তাগ্ তেটে |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

(†) ঐ ঐ ঐ

৭২

সঙ্গতরেখা। কেতা কেতা ধুমা কেটে খিটিতাগ্ তাগ্ তেটে

সঙ্গতরেখা। ধুমাকেটে কেতাধুমা কেটেকেতা গদ্দিঘেনে | ধা।

## চতুর্থ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। ধা কেটে ধা কেটে তা কেটে ধা কে

সঙ্গতরেখা। তাগে থুন্ থুন্ থ্রেদেন্ তানে ধা তে

সঙ্গতরেখা। কেটে তাক্ তা থ্রে দেন্ তা

সঙ্গতরেখা। ধা ঘে ঘে তেটে তাগে থুন্

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

সঙ্কেতরেখা।

| ১ | | ০ | ১ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্রেদেন্ | তানে | ধা | গ্রেদেন্ | তা | নে | ধা |

সঙ্কেতরেখা।

| ১ | | | + |
|---|---|---|---|
| গ্রেদেন্ | তা | নে | ধা । |

## পঞ্চম

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্কেতরেখা।

| + | | | ০ | | ১ | | | ০ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ধা | নে | ধা | নে | ধা | ত্রে | গে | তা | তেটে | তা |

সঙ্কেতরেখা।

| ১ | | | ১ | | | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ত্রে | কে | ধা | কে | তা | নে | ধা । |

## ষষ্ঠ

প্রক্রমণিকা (†)।

সঙ্কেতরেখা।

| + | | ০ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| খেত্তা | খিনিতা | কে | তাক্ | খিনি | তা |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

(†) ঐ ঐ ঐ

সঙ্গতরেখা। কং তেটে তেটে কেতাক্ ঘিনিতা

সঙ্গতরেখা। ঘি ঘি তেটে তেটে কেতাক্ ঘিনি তা | ধা।

## সপ্তম

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। তা গিদ্ধি গিনি তা গিদ্ধি গিনি তাগু তাগু তা

সঙ্গতরেখা। তা গিদ্ধি গিনি কং তেটে তেটে

সঙ্গতরেখা। তা গিদ্ধি গিনি | ধা।

## অষ্টম

প্রক্রমণিকা (†)।

সঙ্গতরেখা। কং তেটে তেটে তা তেটে ধা তেটে

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।
(†) ঐ ঐ ঐ

১ ০ ১

সঙ্গতরেখা তাগ্ গেদা ঘিনি ধাগ্ ধাগ্ ধাগি ধুন্ না

১ + ০

সঙ্গতরেখা কেড়ান্ নান্ | ঘিঘি তেটে তেটে কে তেটে ধি তেটে

১ ০ ১

সঙ্গতরেখা তাগ্ গেদা ঘিনি ধাগ্ ধাগ্ ধা গি ধুন্ না

১ +

সঙ্গতরেখা ধা গি ধুন্ না | ধা ।

নবম

প্রক্রমশিক্ষা। (*)

+ ০

সঙ্গতরেখা তা কেটে ধা কেটে তা কেটে ধুন্ কেটে

১ ০

সঙ্গতরেখা ধা তেরে কেটে ধা কেটে তা কা ধুন্ না

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ১ | + |
| সঙ্গতরেখা | তা কেটে তা কেটে | ধা কেটে ধা কেটে | ধা। |

## দশম

প্রক্রমণিকা। (*)

| | | |
|---|---|---|
| | + | ০ |
| সঙ্গতরেখা | ধুমা কেটে কেতা কেতা | ধুমা কেটে কেতা কেত |

| | | |
|---|---|---|
| | ১ | ০ |
| সঙ্গতরেখা | ধুমা কেটে ধুমা কেটে | কেতা কেতা ধুমা কে |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ১ | ১ | + |
| সঙ্গতরেখা | কেতা ধুমা কেটে কেতা | ধুমা কেটে গেদা ঘিনি | ধা |

## একাদশ

প্রক্রমণিকা। (†)

| | | |
|---|---|---|
| | + | ০ |
| সঙ্গতরেখা | কং তেটে খিটি তক্ | ধা কিটি তক্ ধা |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

(†) ঐ ঐ ঐ

১ ০

সঙ্গতরেখা ধুমা কিটি খিটি তক্ তেটে কেতা গেদা ঘি

১ ১ +

সঙ্গতরেখা দিগি থ্রান্ ধা তেটে কেতা গেদা ঘিনি | ধা।

দ্বাদশ

প্রক্রমণিকা। (*)

+ ০

সঙ্গতরেখা ঘেড়ান্ কিটি তাক্ তেরে কিটি ঘেড়া

১ ০

সঙ্গতরেখা খিটি তাক্ তেরে কিটি তাক্ তাক্ তেরে কি

১ ১ +

সঙ্গতরেখা ঘেড়ান্ ঘেড়ান্ খিটি তাক্ তেরে কিটি | ধা।।

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

## ত্রয়োদশ

### প্রক্রমণিকা। (*)

+ ০
সঙ্কেতরেখা। ধা গেনে ধা তেটে ঘি ঘি তেটে ঘি ঘি তেটে

১ ০
সঙ্কেতরেখা। ধুমা কেটে ঘি ঘি তেটে ঘেনে নাক্ দিত্তা

১ ১ +
সঙ্কেতরেখা। ধুন্না তাগ্ তেটে গি গি তেটে কেত্তা গি গি তেটে

০ ১
সঙ্কেতরেখা। ত্রগ্ তেটে তেটে ত্রগ্ তেটে তেটে তাগ্ তেটে

০ ১
সঙ্কেতরেখা। তাগ্ তেটে গি গি তেটে ধা গিগি তেটে ঘেড়ান্

১ +
সঙ্কেতরেখা। গি গি তেটে গদি ঘেনে ধা।

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

## চতুর্দ্দশ

### প্রক্রমণিকা। (*)

সঙ্গতরেখা। তাগে তা কেটে তাক্ তেটে তেটে খেটে ত

সঙ্গতরেখা। গদ্দি ঘেড়ে নাগ্ তেটে তেটে খেটে ত

সঙ্গতরেখা। ধুম্ তেটে কেটে ধুম্ তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা। তাগে তাগে তাগে তাগে তাগে তাগে তাগে ত

সঙ্গতরেখা। দিন্ দানা না না না না ধুম্ তেটে কেটে

সঙ্গতরেখা। তেটে কেটে থুন্ | তেটে কেটে ঘেড়ান্ তেটে কেটে ঘে

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

| | ১ | | | ০ | | ১ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | তাগ্ | ঘেড়ান্ | তাগ্ | ঘেড়ান্ | ঘেড়ান্ | ধুম্ | তেটে | কেটে | ধুম্ |

| | ১ | | | | + |
|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | তেটে | কেতা | গদি | ঘেনে | ধা। |

পঞ্চদশ

প্রক্রমণিকা। (*)

| | + | | ০ | | ১ | | | ০ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | ধা | গিদিন্ | তা | ক্রধা | ম্ | ধা | গি | তেটে | ধাগি |

| | ১ | ১ | | + | ০ | | ১ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | দিন্তা | গেদা | ঘিনি | ধা | গেদা | ঘিনি | ধা |

| | ০ | | ১ | | ১ | | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | গেদা | ঘিনি | ধা | গেদা | ঘিনি | ধা | ধাগি | দিন্ |

| | ০ | | ১ | | ০ | | ১ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...তরেখা | তা | ক্রধা | ম্ | ধাগি | তেটে | ধাগি | দিন্ | তা |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

| | + | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। গেদা ঘিনি | দিঘিন্না | গিনি নাক্ | তেটে কেতা |

| ০ | ১ | ১ | + |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। গেদা ঘিনি | তা কিটি ধে | তেটে ধুমা | কিটি তক্ |

| ০ | ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। গেদা ঘিনি | দিগিন্না | ঘিনি নাক্ | তেটে কেতা |

| ১ | + |
|---|---|
| সঙ্গতরেখা। গেদা ঘিনি | ধা। |

## ষোড়শ

### প্রক্রমণিকা। (*)

| + | ০ | |
|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। ধা গিনা ধা ত্রেকিটি | ধা ধেনে ধেনে | দিন্ না না না |

| ০ | ১ | ১ |
|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। ত্রেকেটে তা ত্রেকেটে | তাগিনা নাগিনা | কেতা গেদা ঘিনা |

(*) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কৃত।

সঙ্গতরেখা। + ০ ১
নাগ্ নারান্ কুকু খেড়ে কুকু খেড়ে কুকু খেড়ে

সঙ্গতরেখা। ০ ১ ১
গিগি তাগ্ গিগি তাক্ তেটে খেতা ত্রেকিটি তা

সঙ্গতরেখা। + ০
ত্রেকিটি তা | ধি ক্কে তান দিগি নাগ্ দি

সঙ্গতরেখা। ১ ০
নাগ্ দিগি নাগ্ ধা তেরে কিটি ধা তেরে কিটি

সঙ্গতরেখা। ১ ১ +
ধা তেরে কিটি কেতা গেদিন্ তান | ধা কং কং

সঙ্গতরেখা। ০ ১ ০
ধা তেরে কিটি কেতা গেদেন্ তান ধা কং কং

সঙ্গতরেখা। ১ ১ +
ধা তেরে কিটি কেতা গেদিন্ তান | ধা।

## সপ্তদশ

### প্রক্রমণিকা (*)।

| | + | ০ | ১ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধা কেটে তা | ঘেনে ধাগে | দিধা তেরে | কেটে তাগ্ তা |

| | ১ | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধেং তাগে | ন্না ধেং | তা ঘেঘে | তেটে কেতা |

| | ১ | ০ | ১ | ১ |
|---|---|---|---|---|
| তরেখা | থুন্ তাকা | তা ধাগে | তেরেকেটে তাগ্ তা | ধাতা |

| | + | ০ | ১ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধা ধাগে | তেরেকেটে তাগ্ তা | ধা তা | ধা ধাগে |

| | ১ | ১ | + |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | তেরেকেটে তাগ্ তা | ধা তা | ধা। |

* বড় ভবানীপ্রসাদ কৃত।

## অষ্টাদশ

প্রক্রমণিকা (*)।

| | + | ০ | ১ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। কেটেতাগ্ | ঘেতেটে ধা | তাধা | দিন্‌তা | ত্রেকেতাতা |

| ১ | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। গেনাতাগে | দিন্‌তা | কেটেতাগ্ | ধাগেতেটে |

| ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। ধা কেটেতাগ্ ধে | কেটেধাগে | তেরেকেটেতাগ্ |

| ১ | + | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। ধা তা | ধা ধা গে | তেরেকেটেতাগ্ তা | ধা তা |

| ০ | ১ | ১ | + |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। ধা ধা গে | তেরেকেটেতাগ্ তা | ধা তা | ধা। |

* খাকাহঁ সেনখাঁ কৃত।

## ঊনবিংশ

28

### প্রত্যমনিকা (*)।

| | + | ০ | ১ | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | ধাগেতেটে | ধাগেতেটে | তাগেতেটে | তাগেতেটে |

| | ১ | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | ক্রধাকেটে | ধেটে ধেটে | নাগেতেটে | ধাগেনাধা |

| | ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | গদিঘেনে | ধা গেনা ধা | ঘেনা কৎ |

| | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | থু থু কেটে | গদি ঘেনে | কেটে কেটে |

| | ১ | ০ | ১ | ১ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | ধেধেকেটে | ক্রধাকেটে | কতেটেতা | |

| | + | ০ | ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা। | ধেৎ ত্রেকেটে | ধেৎ তা | ধেকেটেক | তাঘেড়া | হ্ন থু থু |

* লালা কেবল্ কৃষণ্ কৃত।

28

সঙ্গতরেখা — কেটে তাগ্ গদ্দিঘেনে | ধা।

## বিংশ

প্রাক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা — ত্রেকেই থেৎ ত্রেকেট্ থেৎ ধাগে তেটে ধাগে তেটে

সঙ্গতরেখা — কিধি কিধি কিটি কৎ | ধা কিটি তাগ্ ধেকেটে তাগ্

সঙ্গতরেখা — কতে টেধা দিন্‌তাঘেঘে তড়ান্না ধা | কেড়েধেৎধে

সঙ্গতরেখা — কেটে ধাদিন্ তা কৎ কেড়ে নাগ্ তেৎ ধা

সঙ্গতরেখা — ধা ধা কেটে তাগ্ | গদি ঘেনে দিগ্ ঘেড়ান্ ধা কেটে

* লালা কেবল্ কৃষণ্ কৃত।

সঙ্গতরেখা। তাগ্ থুথু কেটে তাগ্ গদি ঘেনে ধা।

## একবিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। তাকেটেধানে ধা কেটেতাগ্ ধা গেনেকৃতাগ্

সঙ্গতরেখা। ধা গেনেকতাগ্ ধা কেটেতাঘেনে ধা গেদিগিনাগে

সঙ্গতরেখা। তেটেকতাকতা কতেটেতাঘেনে থুথুকেটেতাগ্

সঙ্গতরেখা। তক্ কেধেকেটে ঘেঘেতেটে ধা দিন্তা কৎতাধা

সঙ্গতরেখা। কেটেতাগ্ গেড়ে গেড়ে ধা তানেধা কেটেতাগ্

* লালা কেবল্ কৃষ্ণ কৃত।

সঙ্গতরেখা। ধেং | ধেটে কেটে কেটে কেটে ঘেঘেতেটে গদিঘেনে

সঙ্গতরেখা। ধা কেটে তাঘেনে ধাগে দিগিনাগে তেটেকতা

সঙ্গতরেখা। কতা কতা কতেটে তা ঘেনে তাঘেনে তানে | ধা।

দ্বাবিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। ঘেত্রেকেটে তাগ্ তা কতা ঘেঘে দিন্ নাগ্ দেং

সঙ্গতরেখা। কতা | ঘেন্ তেরা ধা দিন্তা কতে

সঙ্গতরেখা। টেধা কেটে তাগ্ গেড়ে গেড়ে | ধা।

* বড় ভবানীপ্রসাদ কৃত।

## ত্রয়োবিংশ

### প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা ধে কেটে ধেৎতা ধেৎতা ঘেঘে তেটে কেটে তা

সঙ্গতরেখা দেগে তেটে কেড়ে নাগ্ তেড়েকেড়ে নাগ্ তা

সঙ্গতরেখা ধেৎতা ঘেঘে তেটে তাগে তেটে কতা তা

সঙ্গতরেখা দিগি নাড়ান্ ধেং তাগে তেটে কতা তাগ

কিধি কিধি কিটী ধাগি দেনেনাগিনা দিনুত

সঙ্গতরেখা ক্রত্তেটৈতা ঘেনেধাগে দিং ধেড়েন্না ঘেনে ধা

* ছোট ভবানীপ্রসাদ রুদ্র।

চতুর্বিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

ক্ষতরেখা কেটে তাগ্ থুন্ থুন্ না কেটে তা ধা দিন্ তা

ক্ষতরেখা ক্রেধা দিন্ তা কত্তে টেধা দিন্ তা কৎ তেটেধা দিন্

ক্ষতরেখা তা ক্রেধেৎধা দিন্ তা কত্তে টেধা থুন্ তা ধাকেটেতাগ্

ক্ষতরেখা থুন্ থুন্ নাকে টেতা ধা দিন্ তা ক্রেধা দিন্ তা কত্তে

ক্ষতরেখা টেধা দিন্ তা কৎ তেটে ধা দিন্ তা ক্রেধেৎ ধা

ক্ষতরেখা দিন্ তা কত্তে টেধা থুন্ তা ধা কেটে তাগ্ থুন্ থুন্

(*) বড় ভবানীপ্রসাদ কৃত।

৩১

সঙ্কেতরেখা। না কেটে তা ধা দিন্‌তা ক্রেধা দিন্‌তা কত্তেটে

সঙ্কেতরেখা। দিন্‌তা কৎ তেটে ধা দিন্‌ তা ক্রেধেৎ ধা দিন্‌

সঙ্কেতরেখা। কতে টেধা থুন্‌ তা ধা।

পঞ্চবিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্কেতরেখা। কেটে তাগ্‌ তেটে ত্রেকেটেতাগ্‌ ধা ধাগে দি

সঙ্কেতরেখা। নাগে দিন্‌তা ত্রেকে তাকে দিন্‌তা ত্রে

সঙ্কেতরেখা। তাকে ধা দিন্‌ তা নাগ্‌ দিৎ তা দিন্‌

(*) খয় হুঁসেনখাঁ কৃত।

৩১

| | | | |
|---|---|---|---|
| অঙ্গরেখা | ১ ঘে ঘে তেটে | + তা তা | ০ ধা কেটে তাগ্ |
| অঙ্গরেখা | ১ তেটে ত্রেকেটে | ০ তাগ্ ধা ধা | ১ গেদিন্ নাগে | ১ দিন্‌তা ত্রেকে |
| অঙ্গরেখা | + তাকে ধা দিন্ | ০ তা ত্রেকে তাকে | ১ ধা দিনত |
| অঙ্গরেখা | ০ নাগ্‌দিং তা | ১ দিন্‌তা ঘে ঘে | ১ তেটে তা | + তা ধা |
| অঙ্গরেখা | ০ কেটে তাগ্ তেটে | ১ ত্রেকেট্ তাগ্ ধা | ০ ধাগে দিন্ |
| অঙ্গরেখা | ১ নাগে দিন্‌তা | ১ ত্রেকে তাকে | + দিন্‌তা ত্রেকে |
| অঙ্গরেখা | ০ তাকে ধা দিন্ | ১ তা নাগ্ দিং | ০ তা দিন্‌তা |

| | ১ | ১ | + |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | ঘে ঘে তেটে | তা তা | ধা । |

## ষড়্‌বিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

| | + | ০ |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | ধা ধা তেটে কেটে | থুন্‌ তেটে কেটে ঘেন্‌ |

| | ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | তেরান্‌ ধাদি | ধা কেটে কে | তা গদি ঘেনে ধা |

| | ১ | + |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | কেটে তাগ্‌ গেড়ে গেড়ে | ধা। |

## সপ্তবিংশ

প্রক্রমণিকা (†)।

| | + | ০ | ১ | ০ | ১ |
|---|---|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | কৎ তেটে | কেটে ঘে | কেটে ঘিঘি | দি দি | কেড়ে না। |

(*) বড় ভবানীপ্রসাদ কৃত।

(†) মহম্মদ হোসেন খাঁ কৃত।

| | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | কেটে তাগ্ | ধা কেটে তাগ্ ধুম্ | কেটে তাগ্ ধেনাং |

| | ১ | ০ | ১ | ১ | + |
|---|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | তাগ্ | ধা তে | ধা ধা | গেড়ে গেড়ে | ধা। |

## অষ্টাবিংশ

প্রক্রমণিকা (ক)।

| | ১ | + | ০ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | ধা কেটে তাগ্ ধুম্ | কেটে তাগ্ থুন্ থুন্ | না কেটে তা |

| | ১ | ০ | ১ | ১ |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | কাতা | গদ্দিঘেনে ধা | ঘেন্ তেরান্ ধা | দিন্‌তা কতে |

| | + | ০ | ১ |
|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | টেদেগ্ গদিঘেনে | ধা ধা কেটে | তাক্ ধুম্ কেটে তাগ্ |

| | | | | + |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্গতরেখা | থুন্ থুন্ নাকে | টেতাকা | তা গদিঘেনে | ধা ঘেন্ তেরা |

(ক) লালা হীরালালজী কৃত।

সঙ্গতরেখা। ০ ন্ ধা দিন্ তা ১ কতেটে দেগ্ ০ গদি ঘেনে ধা

সঙ্গতরেখা। ১ ধা কেটে তাগ্ ধুন্ ১ কেটে তাগ্ থুন্ থুন্ | + না কেটে তা

সঙ্গতরেখা। ০ কাতা ১ গদিঘেনে ধা ০ ঘেন্ তেরান্ ধা ১ দিন্ তা কতে

সঙ্গতরেখা। ১ টেদেগ্ গদিঘেনে | + ধা।

## ঊনত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। ১ ধা তাগা থুন্ গা ধাগে | + দিগি তা ধাতি না

সঙ্গতরেখা। ০ ঘে তা ক্রে ধা তাকা থুন্ গা ১ তাকেটে তাকা কেটে তাগ্

(*) লালা হীরালালজী কৃত।

সঙ্গতরেখা গদি ঘেনে ধা ধা তাগা থুন্ গা ধাগে দিগি তা

সঙ্গতরেখা ধাতিনা ধেতা ক্রেধা তাকা থুন্গা তা কেটে তাকা

সঙ্গতরেখা কেটে তাগ্ গদি ঘেনে ধা ধা তাগা থুন্ গা ধাগে

সঙ্গতরেখা দিগি তা ধাতি না ধেতা ক্রেধা তাকা থুন্গা

সঙ্গতরেখা তা কেটে তা ক্রা কেটে তাগ্ গদি ঘেনে ধা।

ত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা কৎ তাগে ত্রেকেট্ ধেৎ কতাগে ধে কেটে থুন্

(*) শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কৃত।

সঙ্গতরেখা। তা ঘেন্না না ধা নাগে ত্রেকেট্ তা তা কতা

সঙ্গতরেখা। ত্রেকেট্ ধাদি ঘে ঘে না না ঘে ঘে তেটে তাগে থুন্

সঙ্গতরেখা। কতা গদি ঘেনে কং তেটে ঘে ঘে তেটে না গেনে

সঙ্গতরেখা। ধে কেটে কেটে কিধি কিধি কিটি ঘেঘে ত্রেকেট্ ধেং তাঘেন্না

সঙ্গতরেখা। ধা কং তাগে ত্রেকেট্ ধেং কতাগ্ ধে কেটে থুন্ তা ঘেন্না

সঙ্গতরেখা। না ধা নাগে ত্রেকেটে তাতা কাতা ত্রেকেট্ ধা দি

সঙ্গতরেখা। ঘেঘে নানা ঘেঘে তেটে তাগে থুন্ কতা

সঙ্গতরেখা। গদিঘেনে কং তেটে ঘে ঘে তেটে নাগে নে ধে

সঙ্গতরেখা। কেটে কেটে কি ধি কি ধি কিটি ঘি ঘি ত্রেকেট্ ধেৎ

সঙ্গতরেখা। তা ঘেন্নাধা কৎ তাগে ত্রেকেট্ ধেৎ কতাগ্ ধে কেটে থুন্

সঙ্গতরেখা। তা ঘেন্না না ধা নাগে ত্রেকেট্ তা তা কাতা ত্রেকেট্

সঙ্গতরেখা। ধাদি ঘেঘে না না ঘেঘে তেটে তাগে থুন্

সঙ্গতরেখা। কতা গদি ঘেনে কৎ তেটে ঘেঘে তেটে

সঙ্গতরেখা। না গেনে ধে কেটে কেটে কি ধি কি ধি কিটি ঘেঘে

সঙ্গতরেখা। ত্রেকেট্ ধেৎ তা ঘেন্না ধা।

একত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (৩)।

সঙ্গতরেখা। তাগে দেং তাগে তেটে | ঘেঘে তেটে থু ধি কেটে

সঙ্গতরেখা। নাগে তেটে ধাগে তেটে | ক্রেধা কেটে ধেটে ধেটে

সঙ্গতরেখা। ঘেঘে তেটে গদি ঘেনে | ধুমাকেটে তাগে থুন্

সঙ্গতরেখা। কতা গদি ঘেনে | কং তেটে ঘেঘে তেটে

সঙ্গতরেখা। ঘেনে নাদে ঘেঘে ত্রেকেটু | ঘেত্রেকেটু তাগ্ তাগে তেটে

সঙ্গতরেখা। ঘেঘে তেটে ঘেনে নাদে | ঘেঘে কেটে তাগ্ কেটে তাগ্

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কৃত।

সঙ্গতরেখা গেড়ে গেড়ে | ধা।

দ্বাত্রিংশ

প্রক্রমনিকা (*)।

সঙ্গতরেখা ত্রেকেট্ ধেৎ ধাগে তেটে কি খি কি খি কিটি কদে

সঙ্গতরেখা ধাগে দেনে না তেটেতা | ধেৎতা ধেৎতা ত্রেকেট্

সঙ্গতরেখা ধেৎতা কতাধা ঘেনেধা | তাকেটে ধা নেধা

সঙ্গতরেখা কেটে তাগ্ গদি ঘেনে নাগে নেধে কেটে কেটে |

সঙ্গতরেখা ধে কেটে ধা গদি ঘেনে নাগে ত্রেকেট্ কৎ দেৎ

(*) শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কৃত।

সঙ্গতরেখা। থুথু কেটেতাগ্ গদিঘেনে ধা।

### ত্রয়স্ত্রিংশ্

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা। কৎ তেটে কেটে ঘেন্ তেরান্ ধা তেরে

সঙ্গতরেখা। কেটেতাগ্ দেগ্দাগ্ তেরে কেটে ধাদি কৎ তেটে

সঙ্গতরেখা। ধা কৎ তেটে কেটে ঘেন্ তেরান্ ধা তেরে কেটে তাগ্

সঙ্গতরেখা। দেগ্ দাগ্ তেরে কেটে ধা দি কৎ তেটে ধা

সঙ্গতরেখা। কৎ তেটে কেটে ঘেন্ তেরান্ ধাতেরে কেটেতাগ্

* লালা জোৎসিংহকৃত।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | ধেগ্ নাগ্ | তেরে কেটে ধাদি | কৎ তেটে | ধা। |

চতুস্ত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

| | | |
|---|---|---|
| সঙ্কেতরেখা। | কৎ তেটে ঘেঘে তেটে | কতাগ্ থুন্ কেটে |
| সঙ্কেতরেখা। | কেটে ঘেঘে দাদ্দা। ঘেড়ে নাগ্ কেটে কতা ঘেঘে তেটে | |
| সঙ্কেতরেখা। | তাকা থুন্ কতা গদি ঘেনে | কৎ তেটে কতা ঘেঘে |
| সঙ্কেতরেখা। | তেটে কতা ঘেনে নাদে | ঘেঘে তেটে ঘেনে নাদে |
| সঙ্কেতরেখা। | ঘেঘে তান্ ঘেঘে তেটে ঘেনে না দেৎ তা ধা | ধা। |

(*) লালা ছোট ভবানীপ্রসাদকৃত।

## পঞ্চত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

\+ ০ ১ ০
সঙ্গতরেখা কং তেটে ঘেঘে তেটে ঘেনে নাদে ঘেঘে ত্রেকেটে

১ ১ | + ০
সঙ্গতরেখা গদ্দি ঘেনে নাগে নাগে | তেটে কতা কতে টেতা

১ ০ ১ ১
সঙ্গতরেখা গদ্দিন্ তা কেনে নাগ্ ত্রেকেটে তাগ্‌তা কতা কতা

\+ ০ ১ ০ ১
সঙ্গতরেখা কতে টেতা ঘেনে ঘেং তাঘে ঘ্না ধা দেং ধা

\+ ১ | + ০ ১ ০
সঙ্গতরেখা দেং | তা ঘেন্না ধা দেং ধা

১ ১ | +
সঙ্গতরেখা তা ঘেন্না ধা দেং | ধা।

(*) লালা ছোটে ভবানীপ্রসাদকৃত।

## ষট্‌ত্রিংশ

প্রক্রমণিকা (*)।

সঙ্গতরেখা — ১ কেটে তাগ্‌ | ০ গদি ঘেনে | ১ ধা কেটে তাগ্‌ | ১ গেড়ে গেড়ে ধা

সঙ্গতরেখা — + কেটে তা | ০ ক্কে গ | ১ দ্দিঘেনে | ০ ধা কেটে তাগ্‌

সঙ্গতরেখা — ১ গেড়ে গেড়ে ধা কেটে | ১ তাগ্‌ গেড়ে গেড়ে ধা

সঙ্গতরেখা — + কেটে তাগ্‌ গেড়ে গেড়ে | ০ ধা কেটে | ১ তাগ্‌ গদি

সঙ্গতরেখা — ০ ঘেনে ধা | ১ কেটে তাগ্‌ গেড়ে গেড়ে | ১ ধা কে | + ট্টে তাক্কে

সঙ্গতরেখা — ০ গদ্দি ঘেনে | ১ ধা কেটে | ০ তাগ্‌ গেড়ে গেড়ে

(*) লালা হীরালালজীকৃত।